ভুতুড়ে গল্প

স্বস্তিক সরদার

১

"সেক্রেটারি বাবুকে সকালে পাওয়া গেছিলো। চোখ মুখ উল্টে বাইরে বেরিয়ে গেছিলো। আমরা সব্বাই দেখতে গেছিলাম সকালে। তখন কী বা বয়স হবে, বাচ্চা বেলা। কিন্তু সে এক দৃশ্য! এখনো চোখ বন্ধ করলে গা শিউরে ওঠে। তারপর থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে রটে গেলো বটতলার কথা। গাঁয়ের সবাই একটু রাত্রি হলেই দূর থেকে পেন্নাম ঠুকে চলে আসে।"

রিজু হাঁ করে তাকালো, "সে গাছ এখনো আছে?"

"না, গতবছর রাস্তা হবে বলে কাইট্যা ফেললো শহরের বাবুরা এসে", বুড়ি শ্বাস নিলো জোরে জোরে, তারপর চেঁচিয়ে বললো, "ও সজলের মা, চা এলো না যে এখনো।"

সজল একটু অবিশ্বাস করে বললো, "এরকম আবার হয় না কি! বাজে গপ্পো সব।"

বুড়ি চোখ বার করে তাকালো সজলের দিকে। সে কিছু বলার আগেই, রিজু হাত নাড়লো, "না রে, আমার মাকেও বলতে শুনেছি ওই পাড়ার বটগাছে শাঁখচুন্নি থাকে।"

"ধুত্, শাঁখচুন্নি তো শ্যাওড়া গাছে থাকে", সজল প্রতিবাদ করলো।

বুড়ি খরখর গলায় বললো, "অত সাহস যখন যা একবার ঘুরে আয় দেখি কেমন বাঘের বাচ্চা তুই।"

তখনই কড়মড় করে বাজ পড়লো। সজলের আর সাহসে কুলালো না। গুটিসুটি হয়ে রিজুর আরেকটু পাশে সরে এলো সে।

প্রচন্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। দাওয়ায় এক কোণে অল্প এমারজেন্সি আলোয় বসে আছে দুজনা। সামনে সজলের আশি পেরানো ঠাকুমা। এদিকে একটু যেই আকাশ ডেকে উঠলো আর হাওয়া বইলো, অমনি লোডশেডিং। দুজনে এসে আবদার করলো, "আজ একটা নতুন ভূতের গপ্পো শোনাও ঠাকুমা, শোনাও না।" ঠাকুমা হেসে বলেছিলো, "চল দাওয়ায় গিয়ে বসি।"

ইলেক্ট্রিসিটি নেই তো পড়াশোনাও নেই। সজলের সে কী আনন্দ। সারা বিকেল দুজনে মিলে মাঠেঘাটে ছুটে বেড়িয়েছে। সন্ধ্যাবেলাতেও পড়তে বসতে হবে না। রিজু বিকালটা সজলের সাথেই কাটায়। আজ হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো বলে ঘরে ফিরতে পারেনি। ভালোই হয়েছে। ঘরে গেলে কি আর এসব পেতো? সজলের মা গরম গরম চিকেন পকোড়া আর চা এনে দিয়েছে। যাওয়ার সময় বলে গেছে, "রিজু তুইও খাস একটা।"

তাও সে বাটি থেকে তুলতে সাহস পায়নি। রিজু হাত বাড়িয়ে দিলো একটা। বাহ হেব্বি তো! কিন্তু তার মার মতন না। মাস দুই আগে বাবা

এসেছিলো। তখন শেষ মুরগি খেয়েছে সে। মুরগি ভালো লাগে তার। তবে এসবের চেয়েও ভালো, মা গরম গরম আলু দিয়ে ঝোল করে দেয়, ভাত বা মুড়ি দিয়ে মেখে খায় সে। সজলের মা পারে না। এই বৃষ্টিতে মুড়ি মাখা হলে কতো ভালো হতো। কবে যে আবার বাবা আসবে!

রিজু বাইরে তাকিয়ে থাকে।

চাপা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারদিকে। তার মাঝে বৃষ্টি পড়ছে সব কিছু এলোমেলো করে। চারদিকে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। আকাশ মাঝে মাঝে হালকা আলোয় সাদা হয়ে যাচ্ছে, তাতে সে দেখলো সামনের গোলাটার ছাউনি থেকে এক আঁটি খড় ছড়িয়ে এসে পড়েছে— মা হলে বলতো 'তান্দব তান্দব', তারপর শাঁখ বাজায়। এরা বাজায় না কেন? তাহলে এতো জোরে জল পড়তো না। সজলের মার উপর খুশি না রিজু। এই গাছগুলোর মধ্যে ভূত নেই তো! এগুলো তো অতো পুরোনো গাছ না, আর থাকলেও ঠাকুমা নিশ্চয়ই বলতো— আশ্বস্ত হয় সে।

সজলের ঠাকুমা কী সুন্দর গল্প বলে। ওর ঠাকুমা সারাদিন শুধু শুয়ে থাকে। গল্পটা শোনার পর থেকেই চাপা অস্বস্তি হচ্ছে তার। আকাশে গমগমে তোপ মারার আওয়াজ, সাথে উত্তাল প্রকৃতির নাচ, বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে। বাড়ি যাবে কীভাবে সে! আমগাছগুলোর বাকি আমগুলোও ঝরে যাবে মনে হয় আজ। কান ফাটিয়ে বাজ পড়লো আরেকটা।

ভয়ে কানে দুহাত চাপা দিলো রিজু। কেমন একটা ভয় ধরে আছে বুকের ভেতর, একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলো যেন! সজলের হাত টেনে বললো, "অ্যাই দেখলি?"

"কী?"

"ওই আম গাছের পিছনে, বাজ পড়লো যখন, তারপর দেখলাম কী একটা জ্বলজ্বল করে উঠলো।"

সজল ভয়ে তাকালো, "কই, আমি তো..."

অমনি একটা অদ্ভুত আওয়াজ, বেশ জোরে, বাজের আওয়াজ না, হুড়মুড় করে কিছু যেন ভেঙে পড়লো অন্ধকারের গুহার ভেতর—

"দিদিমা, ভূত!"

সজল লাফিয়ে উঠেছে তার ঠাকুমার কোলে। রিজু চুপচাপ দেখছে দুটো আলো জ্বলছে। মিটিমিটি আলোদুটো এগিয়ে আসছে তার দিকে। দুচোখে অপরিসীম টান আর ঢিপ ঢিপে বুক নিয়ে রিজু পিছিয়ে এলো আস্তে আস্তে, গলার ভেতর চিৎকারটা উঠে আসবে যখন, তখনই মায়াবী চোখ দুখানি এক লাফে দাওয়ায় উঠে ডাক দিলো, "ম্যাও।"

২

বৃষ্টিতে ত্রিপলখানির একটা কোণা ছিঁড়ে গেছে। সরমা চেঁচালো, "দড়িটা নিয়ে আয় তো..."

খুব ভয়ে ভয়ে ভেতরে বসে ছিলো সরমা, এই বুঝি চালটা উড়ে গেলো, এই বুঝি টিনের দেওয়ালটা ভেঙে পড়লো। ঝড় না থামা অবধি প্রাণপণে শাঁখ বাজিয়ে গেছে সে ছোট্টো, তেলমাখা, মা কালীর ছবিটার সামনে। আগের বার ঝড়ে জয়ন্তদের চাল উড়ে তাদের উঠানের তুলসী গাছটাকে চেপে দিয়েছিলো।

ঝড় থেমে গেছে। অল্প একটু ঝড় আর বৃষ্টি হয়ে আবার ভ্যাপসা গরম নেমেছে। সরমা বাইরে বেরিয়ে দেখে পাশের ঘরে বুড়ি এক কোণায়

গোঁজা মেরে শুয়ে আছে। পাশে ছেলেটা বসে ফোন টিপছে। মাকে দেখে বললে, "জানো, সজলদের বাড়ি থেকে আম কুড়িয়ে এনেছি।"

সরমা উত্তর দেয় না। বাইরে এসে প্রথমে খোঁয়াড়ে ঢোকে। ইস্, মুরগিটা ভিজে চুপসি হয়ে আছে। আহা রে, বাছা আমার! ধরে কোলের মধ্যে গরম করতে চেষ্টা করলো, কাপড় দিয়ে গা মুছিয়ে দিলো। ছেঁড়া চটটা তুলে নিংড়ে পেতে দেয় আবার। তারপর বাইরে এসে দেখে এই অবস্থা। মা কালীকে পেন্নাম জানায় মনে মনে, আরেকটু হলে ত্রিপলটা উড়ে যেত, টিনের মাঝখানে এদিক-ওদিক জং ধরে গেছে, ত্রিপলটাই ভরসা।

"দড়িটা নিয়ে আয় রিজু।"

দুবার ডাকার পর রিজু বাইরে এলো। দড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বললে,

"মা, বাবা কবে আসবে? মাংস খাবো।"

সরমা বিরক্ত হলো। এই ছেলে এক মাস যেতে না যেতেই মাংস মাংস করে মাথা খায়। মুখে বললো, "দেখছিস না বাইরে কী অবস্থা? সব দোকান বন্ধ, গাড়ি বন্ধ, বাবা আসবে কীভাবে?"

রিজু চুপ করে থাকে। কদিন ধরেই কী যেন হয়েছে। গ্রামের পাকা রাস্তায় কালকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছিলো। সব কেমনতর ফাঁকা ফাঁকা। হঠাৎ বাইকে করে একটা দুটো লোক এসে ধমক দিইয়ে বললো, আবার দেখলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে। ছুটে পালিয়ে এসেছিলো সে।

ঘরে এসে আবার চুপটি করে বসে বাবা কে ফোন করলো, "বাবা, কবে আসবে?"

ওপারে আওয়াজ ভালো করে বোঝা যায় না। "বাবা জানো, আজ ভীষণ ঝড় হয়েছে। সজলদের বাড়ির কাঁঠাল গাছটার অদ্ধেক এঁচোড় পড়ে গেছে। না না, আমাদের কিচ্ছু হয়নি... ঠাকুমা তো ঘুমায়... তুমি কবে আসবে বলো না গো?"

সরমা ঘরে আওয়াজ শুনতে পেয়ে ছুটে আসে, "অ্যাই কী হচ্ছে? দে, ফোন দে দেখি, দে দে"। ফোনটা কেড়ে নেয় মা, ঠোঁট উলটে রিজু বসে থাকে।

এই ঘর থেকে পাশের ঘরে গিয়ে সরমা দরজায় খিল দিলো।

"কিছু ব্যবস্থা হলো?"

"না। এই ভাবছি হেঁটে যদি কিছুটা—" ওপাশ হতে অদ্ধেক স্পষ্ট গলা ভেসে আসে, গলার জোর কম নাকি নেটওয়ার্কের বোঝা যায় না।

"একদম না", ধমক দেয় সরমা, "মালিক কিছু দেয়নি কেন? তোমরা সবাই মিলে বলোনি?"

"তোমরা চাল ডাল কিছু পাওনি?"

সরমা ঘুরে একবার তাকায় রান্নাঘরের দিকে, বলে, "ওই দিছে, কিলো চার চাল, তোমার মা তো গান্ডেপিন্ডে ভাত খায় তিনবেলা, কতবার বললুম রিজুর নামটা লিখিয়ে আনো।"

ওপার থেকেও ঝাঁঝালো উত্তর আসে, "হ্যাঁ, পঞ্চায়েতে গিয়ে ধর্না দিই আর কি এক মাস কাজ বন্ধ করে..."

"কাজ করে কত যেন হচ্ছে! ছোটো ছেলে, বুড়ি একজন, আমি একা এইসময়, কেন এখানে কোনো কাজ পাওয়া যায় না?"— ক্ষোভ আর কান্না একসাথে দলা পাকায় সরমার গলায়।

তারপর আস্তে আস্তে বলে, "চাল ছাড়া আর কিচ্ছু নাই গো। কিছু টাকা পাঠাও না, ছেলেটা পরশু থেকে মাংস মাংস করছে।"

"টাকা কই পাবো, কোনো কাজ নাই তিন সপ্তাহ, থাকার জায়গা নাই", জোর গলার পর আবার নরম গলা শোনা যায়, "মুরগিতে ভাইরাস আছে, রিজুরে বলো।"

আরো কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি,কান্না, শেষে সবকিছু হবার পর সরমা ফোন রেখে বাইরে আসে। শুকনো খুদ কিছু নিয়ে ভেজা খুদগুলোর পাশে দেয়।

ঘরে ঢুকে দেখে রিজু আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে। সে ডাক দিলো, "ঠাকুমাকে ডাক, খাবার বাড়বো। বুড়ির শুধু ঘুম আর শোয়া!"

রিজু মাকে দেখেই উৎসাহিত হয়ে বলে, "মা, বাবা কী বললো? কবে আসবে?"

সরমা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর নীচে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, "কাল মাংস করে দেবো।"

রিজু অবাক হয়ে বলে, "কোন দোকান থেকে আনবে, সব যে বন্ধ?"

"কেন, আমাদের মুরগি আছে না?"

চমকে গিয়ে রিজু মার হাত ধরে, "লাল কে মেরে দেবে!"

রাত বাড়তেই ব্যাঙগুলো ডাক দেয়। খুদে চালের ভাত লঙ্কা তেল দিয়ে খেয়ে রিজু ঠাকুমার পাশে গিয়ে শুলো। মা ডাকলো, "আমার কাছে শুবি আয়।"

"না, এখানে শোবো।"

"আচ্ছা শো," মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় সরমা, "ওই জানালা দিয়ে বটগাছের শাঁখচুন্নীটা আসবে যখন দেখবি।"

ইস্, বললেই হলো, ভুত আসবে!

রিজু জানালাটার জন্যই এখানে শোবে। জানালা দিয়ে পুকুরের হাওয়া আসে। মার ঘরে কোনো হাওয়া নেই। গরম। উপরের ঝুল ধরা দরগাগুলো দেখতে দেখতে কখন চোখ বুজে গেছে জানেই না সে। হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দে ঘুম ভাঙলো। কতো রাত? আশেপাশে তাকাতে নিকষ কালো অন্ধকার ছাড়া কিছু চোখে পড়লো না তার। ল্যাম্পের সলতে অবধি কখন পুড়ে গেছে। কেমন একটা শোঁ শোঁ শব্দে হাওয়া বইছে। রিজু ঠাকুমার কাছে আরেকটু সরে এলো, ভয় লাগছে তার। ঘড়ঘড় করে কী যেন আওয়াজ হচ্ছে। গুটিসুটি মেরে ঘুমানোর ভান করে পড়ে থাকলো।

হঠাৎ যেন চারদিকটা লাল আলোয় ভরে গেলো। সজলদের বাগানের লেবু গাছটার নীচে সে শুয়ে আছে। অবাক হয়ে উঠে বসে দেখে আশেপাশে কেউ নেই। ছেঁড়া মাদুরখানাও নেই। "ঠাকুমা... ঠাকুমা..." চিৎকারের চেষ্টা করলো। গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না তার। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। ধড়মড় করে পিছনে আওয়াজ হতেই পিছু ফিরে দেখে সজলদের বাড়ির মতন বিশাল বড় একটা পাখি লম্বা ঠোঁট নিয়ে রিজুর দিকে এগিয়ে আসছে। লাল পালক দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে তার গায়ে। এটা কোথায়? বোঝার আগেই উলটে পড়ে গেলো ঠোঁটের খোঁচায়। দরদর করে ঘামছে সে। পাখিটার চোখ দুটো লাল সূর্যের মতন। সে দেখলো, পাশে তার মতন প্রচুর বাচ্চা ছেলে পড়ে আছে। বিশাল পাখিটা ঠোঁট দিয়ে তুলে তুলে খেয়ে নিচ্ছে পোকা খাবার মতন। এই ছেলেগুলো কারা? এরা কোত্থেকে এলো? হঠাৎ শুনলো সজলের গলা, "পালা রিজু, পালা।" রিজু প্রাণপণে শক্তি দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না, বুকের উপর পাথর চেপে বসেছে যেন। মাকে ডাকার জন্য ও চিৎকার করলো, এক ফোঁটা আওয়াজও

বেরোলো না তার গলা দিয়ে। ঘষটাতে ঘষটাতে পিছনে সরতে চেষ্টা করলো। লাল পাখিটা তার বড় বড় পা তুলে এগিয়ে আসছে। কেন চেঁচাতে পারছে না সে?! আরো জোরে চিৎকার করতে গেলো, "মা, মা..."

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দে ঘুম ভাঙলো সরমার। ঘুম চোখে দরজা খুলে দেখে রিজু দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছে। সরমা তাড়াতাড়ি তাকে ঘরে ঢুকিয়ে বললো, "কী হয়েছে! স্বপ্ন দেখেছিস?"

রিজু কেঁদে ফেললো, "মা, মাংস খাবো না, মাংস খাবো না"

সরমা ছেলেকে বুকে টেনে নেয়।

সকালটা ফুরফুরে। সূর্য উঠেছে। মেঘ নেই, রোদ এসে ভরিয়ে দিয়েছে উঠান। সরমা উঠে রান্নার জন্য কাঠ আনছিলো, পথে নিশিকান্ত সেনের সাথে দেখা। নিশিকান্ত বললেন, "তোদের একটা লাল মুরগা আছে না?"

সরমা অবাক হয়ে তাকালো, "হ্যাঁ"।

"সাড়ে পাঁচশোয় দিবি? বাইরে দেশির কেজি আড়াইশো। কিন্তু এখন যা অবস্থা, বাইরের কোথাকার কী জিনিস ঠিক নেই। তোকে এক্সট্রা দেবো, দিবি কি?"

সরমা মনে মনে হিসাব করতে থাকে, পাঁচশো টাকায় কী কী হতে পারে। তার মুরগিটা দেড় কিলো তো হবেই।

সকালে উঠেই রিজু খোঁয়াড়ে গেলো প্রথম। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কিছু না চোখে পড়ায় মার কাছে এলো। সরমা রান্না বসিয়েছে সবে।

"মা, লাল কই?"

সরমা করুণ ভাবে তাকালো, "সেই তো রে। সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছিনা। কাল রাতে ঝড়-জলে পালিয়ে গেলো নাকি?"

"আমি খুঁজে আনবো।"

"পরে খুঁজবে। পড়তে বসো দিকি। রাতে আবার বৃষ্টি হলে পড়া হবে না। ও আপনাতেই ফিরে আসবে।"

রিজু চোখ কচলাতে কচলাতে পুকুরের দিকে শৌচ করতে এগিয়ে গেলো।

৩

"হে হে। এইটুকু বিড়াল দেখে ভয় পেয়ে গেলি তুই?", সজল তাচ্ছিল্য করে বললে, "জানিস না বিড়ালদের চোখ রাতের বেলায় জ্বলে?"

রিজু বললে, "আমি মোটেও ভয় পাইনি। তুই-ই তো ঠাকুমার কোলে উঠে পড়লি ভয়ে।"

"ধ্যাত্। বলো দিদিমা, কে বেশী ভীতু?"

দিদিমা হেসে বললেন, "তোরা এখনকার ছেলে সব কলাগাছের মতো দুব্বল। সাহস ছিলো আমার। শোন আরেকটা গপ্পো বলি।"

গল্পের কথা শুনে দুজনেই আগ্রহ নিয়ে ঠাকুমার কোলের কাছে সরে বসে। রিজু বলে, "আজ আর বৃষ্টি থামবে না গো? মা যে দুশ্চিন্তে করবে।"

ঠাকুমা ঠোঁট ওল্টালো, "এ বৃষ্টি থামার না। কাল তাও কম হয়েছিলো। কলিকালের পাপ, রোজ রোজ ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে।"

"ওসব বাদ দাও না। গল্প বলো আরেকটা", সজল ঠাকুমার শাড়ি ধরে টান দেয়।

"আরে বলছি, বলছি। এইটায় একটা বম্ভোদত্তি আছে"— এই বলে

ঠাকুমা নিচে তাকায়, "এই দেখো এখনো আরেকটা পকোড়া পড়ে আছে! তোরা খাসনি? ঠান্ডা হয়ে যাবে তো।"

"আমি অনেক খেয়েছি, রিজুকে দাও।"

"অ্যাই রিজু নিবি?"

রিজু তাকিয়ে দেখে ছোটো পকোড়াটার দিকে। লালের মুখটা মনে পড়ে যায়। কোথায় যে হারিয়ে গেলো। সারাদিন বাড়ি আসেনি আজ আর। অদ্ভুত আকারের দেখতে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রিজু মুখ ঘোরায়, "না, নেবো না।" এসবের চেয়ে মা গরম গরম আলু দিয়ে ঝোল করে দেয়, সেইটে ভালো খেতে। এসব ভালো না।